দৈনিক সংবাদ /124

তারিখ 24 MAY 1990
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

প্রসংগ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ আলি নওয়াজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করার সদিচ্ছায় কোন মহলই পিছিয়ে নেই। চোরও 'চোর চোর' করে দৌড়ে আত্মগোপন করছে। এদের নেকাব খোলার সাহসী প্রয়াস বড়ো একটা দেখা যাচ্ছে না। পত্র-পত্রিকায়/বিবৃতিতে এদের নাম দেয়া হয়েছে 'কোন বিশেষ মহল'। এ আর্য পুত্রটির নাম নিতে যেন বারণ। কিন্তু ভীরুতা কখনও জয়ী হতে পারে না।

কিছুদিন আগে নাকি কোন মন্ত্রণালয়ের, সদ্য বিদেশাগত জনৈক জাঁদরেল এন, জি, ও বিশেষজ্ঞ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করার মহান উদ্দেশ্যে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থানান্তরের সুপারিশ প্রণয়নে তৎপর হয়ে ওঠেছিলেন। এ অনধিকার চর্চায় মন্ত্রণালয়ে তাঁর অবস্থানের অবসান ঘটেছে-তাঁর অভিনব আবিষ্কার ভেস্তে যায়, তবে এর প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে- 'বিশ্ববিদ্যালয়কে অনাবাসিক করে সন্ত্রাসমুক্ত করুন'। অর্থাৎ মশারিতে মশা ঢুকেছে, তা পুড়ে দিন। প্রকৃত সমাধানকে এড়িয়ে এ এক ব্যঙ্গোক্তি ছাড়া আর কি? নিরপরাধ অবুঝ ব্যক্তিরাও এতে কন্ঠ মিলিয়ে ঐ ওকালতিকে ক্রমে জোরদার করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনাবাসিক করার প্রস্তব একটি বিখ্যাত গল্প মনে পড়িয়ে দেয়। গল্পগুচ্ছের দূরন্ত পোষা পাখীটিকে প্রশান্ত করার প্রশিক্ষণ দিতে দিতে মেরেই ফেলেছিল; আর বলা হয়েছিল, দুরন্ত পাখীটি এবার সম্পূর্ণ শান্ত। সন্ত্রাসের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বছরের অধিকাংশ সময়ই বন্ধ থাকে, পড়াশোনা হয় না, সেশন জট, ছাত্রছাত্রীরা বুড়া হয়ে ডিগ্রী নিয়ে বের হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় সত্তাহীন। এ অসুবিধার জন্য বহু ছাত্রছাত্রী ভারতে যেয়ে পড়াশোনা করছে, কেউ কেউ অন্য দেশেও। তারপর, আবার এতো বছরের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়কে অনাবাসিক করে রবীন্দ্রনাথের ঐ পোষা পাখীটির মতো সম্পূর্ণ প্রাণহীন প্রশান্ত করে ফেলা হবে। যাদের ভারতে/অন্য দেশে পড়াশোনার সংগতি নেই, জ্বালা তাদের। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কোন এক কর্মকর্তার মুখে একবার একটি সত্য কথা শোনা গিয়েছিল-'শিক্ষার হার বাড়িয়ে ''শিক্ষিত বেকার সৃষ্টির চেয়ে ঐ হার না বাড়ানোই বেহতের''। সাধারণ্যে শিক্ষার প্রসার (অন্তত উচ্চ শিক্ষার) রোধের মোক্ষম পথ হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনাবাসিক করা। কেননা, ঢাকার বাইরে থেকে যারা আসবে রাজধানীতে থাকার কোন ব্যবস্থা তাদের অনেকেরই হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসগুলো বন্ধ হয়ে গেলে এদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগও বন্ধ হয়ে যাবে।

একবার, অক্সফোর্ডের জনৈক অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অনানুষ্ঠানিক আলোচনা প্রসংগে বলেছিলেন; ''ইংল্যান্ডের সমাজে যে সম্প্রতি এক নৈরাশ্যকর অবক্ষয় চলছে, ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এর মোকাবেলা করবে।'' বস্তুত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ দেশের দিশারী, যদি দৃঢ় অবস্থান নিতে পারে। ''বাংলার শার্দুল'' আশুতোষ মুখার্জী বৃটিশ শাসনের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে প্রবেশিকা পর্যন্ত বাংলা-মাধ্যম চালু করেছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল উজাড় করে দিয়ে মৈমনসিংহ গীতিকা প্রকাশ করেন; এক কথায় বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয়তাবাদের এক দুর্গে পরিণত করেন। আশুতোষ মুখার্জীর ওপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। মোহ-মুগ্ধতা বর্জে যদি আমাদের উপ-চ্যান্সেলরগণও এমন শক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তবে বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসমুক্ত হবে। তাঁরাও স্যার আশুতোষের মতো চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন। ভোগের চেয়ে ত্যাগের মহিমা বেশী।

যে সব দেশে; সমাজে অধ্যাপকগণ উচ্চাসনে অভিষিক্ত, সেখানে অধ্যাপকগণও জ্ঞান-গরিমার সে মান বজায় রাখেন। ছাত্ররা তাদের অধ্যাপকগণকে স্মরণীয় পুরুষ হিসেবে মেনে চলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনাবাসিক করার উদ্ভট চিন্তা না করে বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ ঘটানো, অধ্যাপকগণকে সংগত উচ্চাসন দান, ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে মধুর ও সম্মানের সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের উপকরণ হিসেবে ভাবা যায় না?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্ররাই সন্ত্রাসের জন্যে দায়ী, এরূপ সিদ্ধান্তইবা নেয়া যায় কিভাবে। অনাবাসিক ছাত্ররা কি এতে শরিক হতে পারে না? কিংবা হয় না? একদিন রিক্শাযোগে আরামবাগের ওপর দিয়ে অতিক্রমের সময়, বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ একটি ফ্যাকাসে ফর্সা, ভগ্ন চোয়াল, কোটরাক্ষী ২২/২৩ বছরের যুবক পাশের দোকান থেকে টেনে একটি লম্বা টুল মাঝ রাস্তায় পেতে বলে উঠল, ''রাস্তা বন্ধ, যানবাহন চলবে না''। এভাবে ওরা নাকি কোন মালবাহী গাড়ী থেকে কিছু খসিয়ে আবার রাস্তা খুলে দেয়। যা হোক, দুর্ভাগ্যবশত সেদিন রাস্তা বন্ধের পাল্লায় প্রথম আমার রিক্শাটিই পড়েছিল। আমি যুবকটিকে বললুম, রাস্তা বন্ধ কেন? ও মুখের কাছে সজোরে কঞ্চির মতো আঙ্গুল নাচিয়ে নাচিয়ে কর্কশ কন্ঠে বলল, ''আমাকে চিনেন, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, এই এলাকারই বাসিন্দা। আপনিতো বড়োজোর ম্যাট্রিক পাস। আমার আদেশে রাস্তা বন্ধ''। এই বলে, রিক্শা ঘুরিয়ে দিল।

এসব মহাশক্তিধর অমার্জিত অনাবাসিক ছাত্ররা কি বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে শান্তশিষ্ট থাকে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের মতো ভয় করতে হবে কেন? এ ভীরুতা সমগ্র জাতিকে জিম্মি করে ফেলেছে গুন্ডাদের হাতে।

'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য,' উচ্চ যেথা শির

জ্ঞান যেথা মুক্ত-এরূপ কাঙ্ক্ষিত' দেশে আমরা বাস করছি না।

আমার তো মনে হয়, অনাবাসিক ছাত্র কম থাকলেই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ সহজতর হবে। ছাত্র নামে বহু অবাঞ্ছিত ব্যক্তির আনাগোনা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সীমিত হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের